প্রথম ভাগ

পরিচিতি

১। নামকরণ ঃ (১) এ সমবায় সমিতির নাম হবে 'বৃত্ত বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড' সংক্ষেপে **'বৃত্ত সমবায় সমিতি লিঃ', 'বৃবসস লিঃ', 'বৃত্ত'** বা **'বৃত্ত লিঃ'**। ইংরেজিতে 'Britto Multipurpose Co-operative Society Limited' সংক্ষেপে 'Britto Co-operative Society Ltd', 'BMCSL', 'BMCS Ltd' বা 'Britto Ltd'.

(২) এ গঠনতন্ত্রে পরবর্তীতে শুধু 'সমিতি' বলতে ওপরের (১) দফায় উল্লিখিত সমবায় সমিতিকে বুঝাবে।

২। প্রতিষ্ঠাকাল ঃ পহেলা জানুয়ারি ২০১১।

৩। কার্যালয় ঃ সমিতির কার্যালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত হবে। সমিতির স্থায়ী কার্যালয় নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি নং ১০৩, রোড নং ৮, জনতা হাউজিং, শাহআলিবাগ, মিরপুর সেকশন ১, ঢাকা ১২১৬-এর অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪। কার্যক্রম এলাকা ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা ঃ (১) সমিতির কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত থাকবে।

(২) বিসিএস ক্যাডারের ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সমিতির সভ্য নির্বাচন বা সদস্যপদ প্রদানের বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকবে।

৫। মনোগ্রাম ঃ এ গঠনতন্ত্রের প্রচ্ছদে অংকিত মনোগ্রামই– এ সমিতির মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৬। শ্লোগান ঃ ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

৭। উপ-আইন/গঠনতন্ত্র এবং সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার প্রাধান্য ঃ (১) সমিতির সকল ক্ষমতার মালিক সম্মানিত সদস্যগণ এবং সদস্যগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এ গঠনতন্ত্রের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

(২) সদস্যগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এ উপ-আইন/গঠনতন্ত্র সমিতির সর্বোচ্চ আইন এবং এ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত আইন ব্যতীত অন্য আইন বা সিদ্ধান্ত যদি এ গঠনতন্ত্রের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইন বা সিদ্ধান্তের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে।

(৩) বৃত্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর উপ-আইন/গঠনতন্ত্রের কোন বিধান যদি নিচের উপদফায় বর্ণিত আইন বা বিধিমালার সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইন বা বিধিমালার সাথে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে। অপর দিকে এমন কিছু অনুল্লেখ থাকে যা আইন বা বিধিমালার উল্লেখ আছে তবে তা গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত বলে গণ্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিবন্ধকের নির্দেশনা প্রতিপালনীয় হবে ঃ

(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭নং আইন) এবং

(খ) সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ [সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ধারা ৮৮-তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক প্রণীত]।

৮। সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ঃ এ উপ-আইন/গঠনতন্ত্রের নিম্নলিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ– বিষয়বস্তু ও সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ প্রয়োজন না হলে, ঐ গুলোর বিপরীতে বর্ণিত অর্থকেই বুঝাবে ঃ

(ক) সদস্য বলতে সমিতি তথা সাধারণ পরিষদের সদস্যকে বুঝাবে এবং কমিটি ও কমিটির সদস্য বলতে যথাক্রমে নির্বাচন কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কমিটির নির্বাচিত, মনোনীত বা পদাধিকার বলে অন্তর্ভুক্ত সদস্যকে বুঝাবে।

(খ) সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক/সম্পাদক বলতে সমিতি তথা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক/সম্পাদককে বুঝাবে।

(গ) সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বা যুগ্ম সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ বলতে সমিতি তথা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির যথাক্রমে সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বা যুগ্ম সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭-কে বুঝাবে। আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব বলতে সংশ্লিষ্ট কমিটি/উপকমিটির যথাক্রমে আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিবকে বুঝাবে।

(ঘ) (ক) থেকে (গ) উপদফাসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটি/উপকমিটির পদনামসমূহ (যেমন– সভাপতি, সকল ধরনের সম্পাদক ও সদস্য, আহ্বায়ক এবং সদস্য-সচিব ইত্যাদি) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ পদনামেই পরিচিত হবে।

(ঙ) আইন বা সমবায় আইন বলতে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ [২০০১ সনের ৪৭নং আইন]-কে বুঝাবে।

(চ) বিধিমালা বলতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ [সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ধারা ৮৮-তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক প্রণীত]-কে বুঝাবে।

(ছ) সিল বলতে সমিতির সিল বা সিলমোহরকে বুঝাবে।